সূচীপত্র

* চিহ্নিত কবিতাগুলি 'শর-সন্ধান' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

পালাতে পারি না

আমি আর পালাতে পারি না!

কেননা যে-বৃক্ষে বাস
যার শাখা আমার আশ্রয়
আদিম শিকড় তার
ভল্গা-গঙ্গা পার হয়ে চ'লে গেছে
শত শত শতাব্দীর পার।

প্রাচীন এ-বৃক্ষ তবু জাদু জানে
আমাকে সে নিত্য বাঁধে কঠিন মায়ায়
সালোক-সংশ্লেষ কিংবা প্রস্বেদনে
দিন-রাত্রি মন্ত্র প'ড়ে
সে আমাকে ফুটতে বলে
তার ঐ প্রবীণ শাখায়।

অথচ জানে না সে
প্রাচীন বৃক্ষের কাণ্ড জীর্ণ হয়
কালাতিক্রমণদুষ্ট পুরু ত্বক ফেটে যায়
শুষ্ক শাখা টানে না মাটির রস
বিষাক্ত লতার ফাঁস নেমে আসে
শীর্ণ ডালে শুয়ে থাকে সাপের খোলস।

সব জানি, তবু ঐ শাখার আশ্রয় ছেড়ে
চ'লে যেতে বড় মায়া লাগে
বৃন্তচ্যুত হতে খুব ভয়
তাই আমি পালাতে পারি না।

ছিন্ন স্মৃতি, হারানো ঠিকানা

একদিন 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি উঠলে
আমি শুনেছি,
আকাশে বিদ্যুৎ চমকাতো
পঙ্গু পার হয়ে যেত খাড়া পাহাড়,
মধ্যবিত্ত ভীরুমন ঝড়ের গর্জন
কান পেতে শুনতে শুনতে
হঠাৎ কখনো হতো নিরুদ্দেশ মেঘ।

একদিন 'ইনকিলাব' হাঁক শুনলে
আমি দেখেছি,
দেয়ালে লটকানো লাল ইস্তাহার
কথা বলার জন্য উসখুস করতো,
গনগনে বয়লার
উদ্বৃত্ত মূল্য ভাজতে ভাজতে ঝিমুতো
চিমনির কালো হাত
ঊর্ধ্বে তুলতো মুক্তির নিশান।
আর ট্রেনের চাকাগুলো
'দিনকাল ভালো নয়,' 'দিনকাল ভালো নয়'
বলতে বলতে
ধানখেতের পাশে রোদে পিঠ পেতে
পরখ করতো কাস্তের ধার।

আর সেদিন, রাজধানী কলকাতায়
টালা থেকে টালিগঞ্জ হাঁটতে হাঁটতে
এই আমি স্পষ্ট দেখতাম,

ঝাঁক ঝাঁক উজ্জ্বল যুবক
মিছিলের উত্তুঙ্গ মাথায়
রক্তগোলাপের মতো ফুটে উঠছে
ক্ষুধা-মৃত্যু-দাসত্বকে
টিপে মারছে নখের ডগায়।

এইসব ছিন্ন স্মৃতি বুকে নিয়ে আজও আমি পথ হাঁটি
খুঁজে ফিরি প্রিয়মুখ, উজ্জ্বল যুবক।
এদের ঠিকানা কেউ দিতে পারো,
এরা সব এখন কোথায় ?
আমি কি লেনিন সরণী যাবো
না, ওই চ্যুতস্বর্গ খালাসিটোলায় ?

দয়া ক'রে নড়ুন-চড়ুন

আপনাকে দেখছি দীর্ঘকাল
এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে আছেন বৃক্ষের মতন
পাশে পচা ডাস্টবিন, নড়ন-চড়ন নেই
মাথার উপর ঝরছে অঝোর শ্রাবণ।

আপনি কী ভাবছেন বলুন :
আপনার সাধের এই কলকাতা তিলোত্তমা হবে
কিংবা, এই খোঁড়া-গর্ত নর্দমার পাঁকে
দীঘি ভেবে নেমে আসবে বসন্ত-ফাগুন !

দেখুন, এই অধমেব কথাটা শুনুন
এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকা মানে—
নদীর স্রোতের মতো বহমান সময়কে খুন।
দোহাই আপনার, ডান-বাঁ যেদিকে ইচ্ছে
দয়া ক'রে এখন একটু নড়ুন-চড়ুন।

হায় স্বাধীনতা

"স্বাধীনতা, তোমাকে রজতে মুড়তে মুড়তে
হায়, হায়—
আমার ঘটি-বাটি সব নীলাম হয়ে গেল"
: এ-কথা বলতে বলতে
দিগন্তের কোল ঘেঁষে
এইমাত্র ছুটে গেল বাউণ্ডুলে বাতাস।

আর তখুনি, তিলোত্তমা কলকাতার
এই হৃদয়হীন ইস্টিশানে
শুষ্ক স্তন, ভাঙা সানকি
মুখ থুবড়ে পড়ল—কে?
জলজ উদ্ভিদ, ঘাস?
না-কি শালপ্রাংশু সোঁদরবনের চাষী
মাঠের সম্রাট, সেই শরতের বউ?
ও-যে অন্নময় ধানীগন্ধ শিউলির লাশ!

হায় স্বাধীনতা,
দিল্লীর সিংহাসনে লক্ষ্মীর রাঙা পা
বুকে চেপে বেঁচে-বর্তে থাকো,
তুমি দীর্ঘজীবী হও—
নিরন্ন ভারতজুড়ে
ততদিন ছুটুক শুধু ক্ষুধার দুরন্ত ঘোড়া
ভিক্ষাপাত্র, রক্ত-পুঁজ, অন্তিম নিঃশ্বাস।

শয়তানের সঙ্গী হ'লে

শয়তানের সঙ্গী হ'লে
রক্ত গোলাপের পাপড়ি
টুকরো টুকরো ছেঁড়া যায়
ভাই ও বন্ধুর হাত মুচড়ে দিয়ে
হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য ক'রে শাণিত ছুরির ফলা
আমূল বসানো যায়।

শয়তানের সঙ্গী হ'লে
ছাখো কত অনায়াসে
রুমালের গিঁঠ খুলে
পরিশুদ্ধ পাতালের জল
জাদুমন্ত্রে নীলবর্ণ করা যায়।

শয়তানের সঙ্গী হ'লে
গঙ্গার শ্যামল তীরে
ফুচিকের সহোদর কোটি কোটি মানুষের
পবিত্র বিশ্বাসগুলো
ঘৃণ্য এক রক্তের বন্যায়
ফাঁসিকাঠে লটকে দেওয়া যায়।

শয়তানের সঙ্গী হ'লে
তারা খসে, বজ্র হাঁকে
কালো মেঘে বিদ্যুৎ চমকায়
নিথর নারকেলকুঞ্জ কেঁপে ওঠে
হায় হায়, ধ্বনি-প্রতিধ্বনি বাজতে থাকে
চতুর্দিকে হাওয়ায় হাওয়ায়।

জ্বরে-বিকারে, আচ্ছন্ন চেতনায়

কী ভীষণ জ্বরে পোড়ে এই ত্বক, কণ্ঠনালী
সর্বাঙ্গে প্রদাহ, যন্ত্রণায় ছাতি ফেটে যায়
পরিচিত দৃশ্যপট অপসৃত
পুরাতন স্মৃতি সব অন্ধকার
বড় তৃষ্ণা, তৃষ্ণায় কাতর আমি
বাম ও দক্ষিণ কর এক ক'রে
হে প্রভু, আমাকে দাও পরিশুদ্ধ পাতালের জল।

দেওয়ালে টাঙানো ও-কি ?
আহা, পিতৃভূমি ভারতের এই ছবি কে আঁকে ওখানে ?
বড় কষ্ট ··চোখ দুটো গ'লে যাবে
হ্যাখো, হ্যাখো, অক্ষি-কোটরে হ্যাখো শত চুল্লী জ্বলে !
এই ছবি, মানচিত্রে ভারতবর্ষ :
আঃ ! কোথায় নগাধিরাজ, পাইনের সুঠাম শরীর
দুরন্ত ঢেউয়ের চূড়া, শুভ্র ফেনা
যোজন যোজন ঘেরা নীল জল, সমতট, শস্যের প্রান্তর ?
হে পূষণ, এ-যে পুরানো ফাটল
কুটিল কেউটে ফণা, ঐ হ্যাখো ওখানে লুকানো
এ-যে পলেস্তরা-খসা এক ভগ্নদশা দেওয়ালের ছবি !

জ্বরে ও বিকারে আজ সব স্মৃতি ডুবে যায়
আদিম বৃক্ষের পাতা ঝরে যায়, শুকনো ডাল ভেঙ্গে পড়ে
এ-দারুণ দ্বিপ্রহরে আমি এক ছায়াকেই ডরি।

হে প্রজ্ঞা, আমাকে পার কি দিতে
জীবনের ছবি-আঁকা টুকটুকে লাল বল
বাম ও দক্ষিণ কর এক ক'রে
পুনর্বার তবে আমি লোফালুফি করি।

মনে রেখো

মনে রেখো, আমি তোমার
কালো টাকার কেনা গোলাম নই !
অন্ধকার পর্দার আড়াল থেকে
সকাল-দুপুর-সন্ধ্যে
যখন-তখন আমাকে চোখ রাঙাবে,
হাঁকবে :
আমার ফুলের বাগান
জীবন-যৌবন, সম্মান
সব তোমার দখলে
কিংবা নীলাম
না, তা হবে না
মনে রেখো, আমি বেজম্মা বেইমান নই ।

মনে রেখো, আকাশে এখনো চন্দ্র-সূর্য ওঠে
ছলাৎ ছলাৎ নদী ব'য়ে যায়
ভোরের পাখির গানে সোনার নূপুর প'রে
এখনো শিশুরা নাচে আমাদের আঙিনায় ।
তাই তুমি পোষা কুকুরের মতো
পায়ে পায়ে ঘোরা তোমার মস্তান
যতই লেলিয়ে দাও
মুল্লুক দখল নিতে হাঁক পাড়ো
বিদ্ধ করো ছুরিতে বর্শায়
না—না, আমি হঠব না
মনে রেখো, আমার শিরায়
পূর্বপুরুষের রক্ত নিত্যদিন প্রবাহিত
এখনো আমার কাছে তৃষ্ণার অঞ্জলি পেতে
ক্ষুব্ধ ক্ষুদিরামসহ রবীন্দ্র-নজরুল গরজায় ।

এক আশ্চর্যের টানে

সামনে দুরন্ত নদী ঢেউয়ের গর্জন
আর কত দূরে যাব ?
বালুচরে কুটিল কুমীর রৌদ্র মেখে পড়ে আছে
করাতের মতো তার তীক্ষ্ণ দাঁতে নিশ্চিত মরণ
কাঁটাবন ভয়ে কাঁপে, এই নদী পার হতে হবে।

বসন্তে ফুলের গন্ধ পাব ব'লে এই আমি কোথায় এখন.?

কিন্তু মৃতপুরুষেরা বলে : যদি পারো যাও—
ভয়ের দুরন্ত নদী পার হও, যাও—
যাও রিক্ততাকে ভুলে
শূন্যতাকে রেখে যাও ঝোপের আড়ালে
ওপারে জীবন নাচে হাজার প্রেমের কচি ডালে।

এ-কোন ফুলের গন্ধ মাতাল হাওয়ারা ব'য়ে আনে ?

এই মুগ্ধ ডাকে জানি মত্ততার সুখে
অনেক নক্ষত্র-নর চ'লে যাবে, পার হবে নদী
অনেক চাঁদের প্রাণ বন্দী হবে শমনের হাতে
অনেক আকাঙ্ক্ষা পুড়ে ছাই হবে, এবং যে কাল নিরবধি
শ্বেতশঙ্খ অনেক কঙ্কাল সেখানেই জমা হবে মায়াবিনী রাতে।

পৃথিবী মানুষ তবু এখনও ফুলের গন্ধ বসন্তকে চায়।

কালের কৌতুক

সেই স্বচ্ছ লাবণ্যের নদীটিকে চাই
এই ব'লে বলিষ্ঠ যুবক এক চ'লে গেল
কনকচাঁপার সিঁড়ি পার হয়ে
দূরে—দূরে—দূরে।

আজ সেই লাবণ্যের নদীটিকে ত্যাখো :
ত্যাখো সেই নটিনী নদীর পায়
ছল্‌ছল্‌ জলের নূপুর নেই
চোখে নেই নীলাকাশ শ্রাবণের ছায়া
বুক তার ধূধূ বালি, কোলে তার মৃত মাছ
এবং সোনার স্বপ্ন শস্যের সম্ভার
কিছু নেই, এ-এক শ্মশান যেন প্রেতের শিকার !

সেই যুবা তাকেও আজকে ত্যাখো :
ত্যাখো, যে ছিল ইচ্ছার টানে ক্ষিপ্ত ঘোড়া
মনে ছিল সমুদ্র-জিজ্ঞাসা
চোখে দুপুরের রঙ আর রূপের পিপাসা
সে যেন পঙ্গু ছেলে কলকাতার পথের ভিখারী
সময়ের ক্ষত চাটে
রক্ত-পুঁজে ভাসে তার দেহের সৌরভ
এবং সমস্ত রঙ মুছে গিয়ে
রিক্ততার অন্ধকারে ঢাকা তার শেষের উৎসব।

অথচ কৌতুক ত্যাখো :
রূপসী নদীর নারী পেতে চাই—
এই ব'লে অন্য যুবা চ'লে গেল এইমাত্র
কনকচাঁপার সিঁড়ি পার হয়ে
দূরে—দূরে—দূরে।

বিশাল সমুদ্রে ডুবে যাই

না, কোনো কিছুই আমাকে আর বিস্মিত করে না :
পাহাড়ের চূড়ায় ঝুলে থাকা মেঘের প্রাসাদ
তরাই-এর বনে ধাবমান হরিণীর চঞ্চল চোখ
সমুদ্রের নোনা জলে জ্বলতে থাকা ফসফরাস
না, এর কোনো কিছুই আমাকে আর প্রলুব্ধ করে না।

তোমার চুলের জটায় বাঁধা দৈন্যের জট খুলতে খুলতে
যখন তুমি এসে আমার পাশে দাঁড়াও
তোমার মুখে তখন ভাসতে থাকে এভারেস্টের ছায়া,
তোমাব চোখের দিকে তাকালে আমি দেখতে পাই
তীরবিদ্ধ হরিণীর রক্তমাখা নিষ্ঠুর যন্ত্রণা,
আর তোমার শঙ্খধবল বুকের সমুদ্রে কান পেতে
আমি কেবলই শুনতে থাকি
সেই ঘন যামিনীর না-বলা বাণীর কান্নার কলধ্বনি।

আমি নতজানু হই :
হিমাদ্রির পাদদেশে আমি যেন নতজানু আদিম সন্তান
অপরূপ মমতায় তোমার লাবণ্য দেখি,
দেখতে দেখতে চোখে মেখে অবাক বিস্ময়
পাহাড়-অরণ্য ছুঁয়ে আমি এক বিশাল সমুদ্রে ডুবে যাই।

কান্না-হাসির গভীরে

এ-কান্নার শেষ নেই,
কান্নার জলে তার মূর্তি ভাসে
প্রতিদিন রাত্রির রঙে
সে-মূর্তি মোহিনী হয়
এরি নাম প্রেম !
তাই বুঝি কেঁদে কেঁদে আমার হৃদয়
বসন্তে উতলা হলো,
হায়, কোথা বাসন্তিকা তুমি
অস্থির হৃদয়-হ্রদে কবে পাব তোমাকে, বলো না ?

এ-হাসিরও অন্ত নেই,
হাসির আকাশে সে-যে সূর্য হয়ে জ্বলে
আশ্চর্য দহনে তার কামনার সোনা
গ'লে গ'লে ঝরে যায়, এরও নাম প্রেম !
সে-আকাশ হাসির স্বর্গে আমার হৃদয়
প্রজাপতি হতে চায়
হায়, কোথা কুসুমিতা তুমি
আমাব হৃদয় ভ'রে কবে দেবে তোমার সৌরভ ?

বিস্মিত হৃদয়
তবু দেখে প্রতিদিন রাত্রির রঙে
কান্নার অতল দেশে, হাসিরও গভীরে
শতদল পদ্ম হয়ে ফুটে আছ তুমি। *

কী সুন্দর

তুমি আর আমি, কী সুন্দর স্বপ্ন !
তুমি আর আমি, আমার স্বদেশ :
যেন স্বপ্ন-অতিক্রান্ত গান
যেন আবেগের রক্তজবা, কামনার পলাশ কুসুম।
এরি চূড়ায় দাঁড়িয়ে তুমি আর আমি
আমার স্বদেশ
আমার ভালোবাসার উচ্চারিত কবিকণ্ঠ :
হে দেশ, আমি তোমায় ভালোবাসি
প্রিয়তমা আমার, তোমাকেও।

তারপর দিন আর রাত্রি, রাত্রি আর দিন
গরাদের গায়ে এক টুকরো যন্ত্রণার নীল আকাশ
একটানা·· শ্রান্ত···শূন্য···
আমি কি জীবন্ত এখনো ?   কখন যে চীৎকার করে উঠি—
হে দেশ, তোমাকে ভালোবাসি
তাই তোমার রিক্তনক্ষত্র আকাশ আমার উপহার,
তোমাকে ভালোবাসি
তাই জাদুকর সূর্যের ছোঁয়া নেই, পাখির গান হারালাম
সবুজ মাঠ।
আর আমার প্রিয়তমা, কত দূরে সে, কোথায় ?
এই যন্ত্রণার আড়ষ্ট প্রহরে আমাকে আশ্বাস দাও প্রিয়তমা
দাও তোমার ভালোবাসার উত্তাপ, যন্ত্রণা ভুলে যাই।

তুমি তো জানো : তুমি আর আমি, আমাদের স্বপ্ন
তুমি তো জানো : তুমি আর আমি, আমাদের গান
আমাদের চোখের সুন্দর সৃষ্টি

দুটি তার···একই সুর
বর্ণাঢ্য ছবির সম্মুখে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ···
কে তাকে বাঁচাবে ?   সে আমার দেশ।
প্রিয়তমা আমার,
তাই আমার প্রসারিত বাহু মুক্ত স্বদেশের দিকে
প্রিয়তমা আমার,
তাই আমার যন্ত্রণার অপরাজিতা, তোমারও।

দেশ আর তুমি, মুক্তি আর জীবন : যেন আলো আর ছায়া
তুমি আর আমি, আমার স্বদেশ :
যেন আবেগের রক্তজবা, কামনার পলাশ কুসুম
আহা, কী সুন্দর স্বপ্ন, কী সুন্দর ! *

তুমি

১.

স্বপ্নের সমুদ্র থেকে
বাস্তবের শ্যাম শস্যভূমি
কতদূর জানি না তা,
শুধু জানি সেইখানে
দিন ও রাত্রির কাঁধে হাত রেখে
ডালিম দানার মতো
ভালোবাসা বুকে নিয়ে
অপরূপ সেতু হয়ে শুয়ে আছ তুমি।

২.

তোমাকে দিয়েছি যা
সে-তো শুধু দুঃখের গরল
আমাকে দিয়েছ তুমি
প্রিয়তমা,
ফুল-ফল ছায়াতরু
ভরা মুঠি অমৃত ফসল।

হায় স্মৃতি, হায় ভালোবাসা

কে তুমি এত দীর্ঘকাল পরে
স্মৃতির শিয়রে ব'সে
ধ্বংসের গভীর থেকে
ভালোবাসা, ভালোবাসা—এই মন্ত্রগুঞ্জরণে
আমাকে জাগাতে চাও ?
হায় স্মৃতি, তুমি কি জানো না
নষ্ট যুবকের কোনো স্মৃতি নেই
পচা যকৃতের নেই কোনো পরিপাকক্রিয়া ?
তুমি কি জানো না,
বদ্ধ জলাশয় শুধু মশা-মাছি-সরীসৃপ কীটের আশ্রয় ?

ভালোবাসা, সে-তো তাজা রক্ত গোলাপের নাম
কচুরিপানার এই নীলবর্ণ বিষ ফুলে
বলো আমি কোথায় খুঁজব তাকে !

হায় স্মৃতি, আমি কোনোদিন ভালোবাসা
দেখেছি কোথাও,
তেমন নরম বুকে মাথা রেখে
কখনো কি ঘুমাতে পেরেছি !
হায়, ভালোবাসা সে-কি ছায়াতরু
শাখায়-পল্লবে ঘেরা পাখিদের নীড়,
ভালোবাসা, সে-কি টিয়ারঙ শস্যক্ষেত
শরৎ-শিশির ভেজা সোনামুখী ধান !

হায়, সব স্মৃতি ভগ্নমূর্তি, হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ
ধ্বংসের শিয়রে বসে এই নষ্ট যুবকের কাছে
বলো তুমি কী চাও এখন ?
হায় স্মৃতি······হায় ভালোবাসা··;···হায়······!

সময়ের হাতে

অস্থির এই সময়ের হাত
ভাঙছে দ্যাখো শতাব্দীর সিঁড়ি
ভেঙে পড়ছে গম্বুজ-খিলান,
কোন ত্রিকালজ্ঞ তুমি এখনো করছ ধ্যান
কৌম-স্বপ্নে জাদুমন্ত্র
ভগ্নস্তূপে পেতে এক মায়াবিনী পিঁড়ি !

দেখছ না সময় ছুটছে, দ্রুতগতি
দ্রুততর অশ্বখুরে
কিংবা ঐ মজুত জ্বালানী বুকে নিয়ে
রকেটের মতো ক্ষিপ্রতায়,
দেখছ না মুঠোয় বাঁধা পৃথিবীর আয়ু
কাঁপছে দ্রুত, মিনিটে কাঁটায় ।

দৃশ্যপট বদলে যাচ্ছে, অস্থির সময়
দ্যাখো ভাঙছে সবুজ বনানী, মাঠ
পরিচিত জনপদ, হাঁসের আবাস
দ্যাখো, দ্যাখো, দ্রুততালে ক্ষয়ে যাচ্ছে
স্মৃতিময় সব মুখ, ভালোবাসা
ঘোমটা খুলছে কুমারী-আকাশ ।

অস্থির সময় ভাঙছে সব কিছু
সময়ের হাতে নড়ছে শতাব্দীর সিঁড়ি
ভাঙছে সংঘ, মৃত প্রতিষ্ঠান
অথচ এখনো তুমি ত্রিকালজ্ঞ সেজে
করে যাবে ধ্যান, জাদুমন্ত্র—
অগ্নিকুণ্ডে পেতে সেই মায়াবিনী পিঁড়ি !

কে তুমি

দ্যাখো, আমাদের বুকের উপর
কেমন ক'রে ধ্বসে পড়ছে ইটকাঠ আর পাথর।
দ্যাখো, একটা লাঠিয়াল ক্ষুধা
শস্যের শব মাড়িয়ে কেমন ক'রে হেঁটে যায়।
আমাদের চতুর্দিকে শূন্যতার ছায়া
আমাদের বুকের রক্ত দিয়ে গড়া স্ট্যাচুগুলো
দ্যাখো, কেমন ক'রে ফেটে চৌচির হয়ে গেল!

কে তুমি, নিষ্পত্র বৃক্ষের নীচে আকাশ মাথায় ক'রে
খুঁজে ফিরছ সান্ত্বনার ছায়া?
কে তুমি, এই গাঢ় অন্ধকারে কান পেতে শুনতে চাও
নীলকণ্ঠ পাখিদের গান?

আলোর বৃত্তে

আমরা আলোর বৃত্তে ঘুরতে ঘুরতে
ঘুরতে ঘুরতে হয়তো একদিন
          জীবনকে বাজি ধরবো
এবং অন্ধকারকে খুন ক'রে
আকাশের মাঠে
সেই লাশটা শুইয়ে দিয়ে
নাচতে নাচতে—
          নাচতে নাচতে জ্বেলে দেবো
          দাউ দাউ প্রাণের আগুন।

আমরা আলোর বৃত্তে ঘুরতে ঘুরতে
ঘুবতে ঘুরতে হয়তো একদিন
          অগ্নিবর্ণ শাড়ি খুঁজবো
এবং দু-চোখের তূণ ছুঁড়ে
নিরন্ন সংসারে
আমরা তাকে হাত ধ'রে টেনে এনে
নাচতে নাচতে—
          নাচতে নাচতে গুঁজে দেবো
          তারি চুলে বসন্ত-ফাগুন।

হত্যা, পাপ, রক্তের স্রোতে

[প্যাট্রিস লুমুম্বার স্মৃতির উদ্দেশে]

হিরণ্ময় ভোরে এই নষ্টনীড় পৃথিবীর প্রান্তর পেরিয়ে
আফ্রিকা, তোমার আশ্চর্য ভালোবাসা
আহত হরিণীর মতো টলতে টলতে চ'লে গেল।

আহা, রাতের নদীতে স্বপ্নের নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে
যখন তুমি প্রার্থনা করলে পৃথিবীর আশীর্বাদ
ফুলের মতো শিশু, শস্যের হাসি, পাখির গান
সুঠামকান্তি ভাস্কর্যের লাবণ্য-বিস্ময়
আফ্রিকা, তখনি তোমার ভালোবাসা
এই সূর্যস্নাত পৃথিবীকে নির্মম ধিক্কারে বিদ্ধ ক'রে
একবুক নিঃশব্দ কান্নায়
হত্যা, পাপ, রক্তের স্রোতে ভাসতে ভাসতে
হায়, অরণ্যের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল!

আফ্রিকা, আমি তোমার আহত ভালোবাসা শুশ্রূষার জন্য
এই আমার উত্তপ্ত হৃদয় মেলে দিলাম,
ভ্যাখো ভ্যাখো, আমার মাঠ-প্রান্তর
তোমার যন্ত্রণার আগুনে দগ্ধ হয়ে
কী কঠিন প্রতিজ্ঞায় এখন থর থর ক'রে কাঁপছে।

এখনও

এবার মৌসুমী বুঝি পিঙ্গল জটার জাল খুলে দিয়ে
দেশে দেশে খুব বেশি বৃষ্টি দিয়ে গেল !
অথচ তাকিয়ে ছাখো,
এখনও রক্তের দাগ এতটুকু মোছে নি কোথাও
দানাং-এর দগ্ধ বুক এখনও জ্বলছে অহর্নিশ
লুথার কিং-এর শব কাঁধে ক'রে পবিত্র মানুষ
এখনও ডুকরে কাঁদছে : মেমফিস্… মেমফিস্ !

প্লাবনে ভাসছে দেশ, অবিরাম বৃষ্টিপাতে
টিয়ারও শস্যের প্রান্তর ডুবে যায় !
অথচ তাকিয়ে ছাখো,
দিন ও রাত্রির গালে চড় মেরে ক্ষুধার্ত মানুষ
বুক দিয়ে আগলাতে যেয়ে সন্তানের মতো ধান-শিব
দুই করতল ভ'রে এখনও করছে পান
বৃষ্টির ফোঁটার মতো অন্ধকার, নীলবর্ণ বিষ।

একটু থাম, দাঁড়া

এই ভাই, তুই যাচ্ছিস কোথা
দাঁড়া,
ওদিকে রয়েছে নিক্সনদের মড়া—
মাথার খুলি,
শ্যেনচক্ষু শনি,
মাইলাই-এর দগ্ধ শিশু,
চিলির মাথার মণি—
আলেন্দে।

কেন তুই ওই খানাখন্দে
যাবি,
ওখানে বাতাস ভারি বিকট গন্ধে
তুই থাম, দাঁড়া
হৃদয় হাতড়ে দেখিস একটু
হয়তো কাটবে ফাঁড়া।

স্মৃতিস্তম্ভ

[ভাষা-আন্দোলনের শহীদদের উদ্দেশে]

ঝড়ের মুখর ভাষা মুখে পুরে কখন যে আগুনে দিলাম ফুঁ
কখন যে দগ্ধপ্রাণ এ-পূর্ব বাঙলার বুক
দখিনা হাওয়ার স্পর্শ দূরে ঠেলে চৈত্র-জ্বালা মেখে নিল
কী ক'রে বুঝাই !
শুধু আইঢাই অস্থির আবেগ
যখন শুনলাম, বাজপাখি
কোকিল-কাকলি-ওঠা কুহু কুহু বসন্ত বাতাসে
বাজখাই বেয়াড়া চীৎকারে ষড়যন্ত্র এঁটে
বুলবুলির গান কেড়ে নেবে,
যখন জানলাম :
ময়নামতীর গাথা, মা আমার পদ্মাবতীর দেশ
তোমার নেশায় ধরা নিশি-জাগা রাত্রির আকাশতলে ব'সে
দীপ জ্বেলে, তুলসীমঞ্চের পাশে পাশাপাশি বুক ঘেঁষে
আর কোনোদিন, এমনি এমনি ক'রে শুনব না শুনব না।
আমার আশঙ্কা অমনি আক্রোশে
আকালের মাঠে মাঠে ভুখা পেটে অসহ্য মোচড় মেরে
যন্ত্রণায় জ্বলে ওঠে,
আমার ক্রোধের তীর অগ্নিমুখ ঝড়ের হাওয়ায়
বাজপাখি খুঁজে ফেরে, সে এখন আমার শিকার !

এ-দিকে শহরে ঘরের আঙিনা কেন রাজপথে প্রসারিত
রঙ-চটা মুখে মুখে প্রসাধন, উধাও—উধাও
লক্ষ লক্ষ শালপ্রাংশু বাহুর অরণ্যে দেখি
হরিণী-নয়ন আহা, ভুলে যেয়ে কাজলরেখার টান
বিদ্যুৎ-লতায় মুড়ে আঁখিপদ্ম মিছিলে শামিল।

কবরী বাঁধে না কেউ, আশ্চর্য করবী দেশ—
গরবিনী, তবু যেন বেদনায় নীল !

বেদনায় নীল কেন ?
ইতিহাস, কথা কও—কথা কও
বিকট বারুদ-গন্ধে বুলেটের শিস দিয়ে কী বিষ ছড়াও ?
বলো বলো, আতুর আশ্রয়-ছাড়া কিশোর হৃদয়গুলো
একটি গানের কলি স্বরগ্রামে তুলে ধ'রে
কী এমন অপরাধে অপরাধী হলো ?
নীলকণ্ঠ নীলোৎপল দেহের পাঁজর-পাপড়ি
কেন, কেন, উপহার দিল ?

আমি সেই নীলকণ্ঠ কিশোরের খ'সে-যাওয়া পাঁজরের পাপড়ি আজ
ঊর্ধ্বে তুলে ধরি :
ভোলানাথ হে মানুষ, ভুলো না—ভুলো না তুমি
এইসব নীল পাপড়ি ক্রমান্বয়ে রক্তে নেয়ে
একদিন হবে জেনো স্বভাব-শিল্পীর দেশে
শ্রমিকের পতাকার রঙ !
গান গেয়ে আমরা ঝড়ের পাখি, যারা মরি
সকাল-সন্ধ্যায় লড়ি
তাদের স্মৃতির তীর্থে এসো আজ
পলাশের হাসি দিয়ে অতুলন দেশপ্রেমে স্মৃতিস্তম্ভ গড়ি ।*

অভিজ্ঞতার দর্পণে

কথা হারিয়ে যে-নদী চুপ ক'রে শুয়ে থাকে
না, তাকে কোনোদিন আমি চাই না।
আশ্বিনেও যে-মাঠ বন্ধ্যা নারীর মতো কাঁদে
না, তার দিকে আমি তাকাতেও পারি না।
গহন বনের অন্ধকারে
সবুজ পাতার ডাল ধ'রে
যে-সূর্য কোনোদিন দোল না খায়
কিংবা ভালোবাসার যে-হরিণ
তেপান্তরের মাঠে যৌবনকে একবারও না ছোটায়
না, আমার দর্পণে তার প্রতিবিম্ব
আমি কোনোদিনই ধ'রে রাখি না।

এবং যে-তিলোত্তমা কলকাতা
ঘরমুখো মানুষকে সচকিত ক'রে
প্রতিদিন সন্ধ্যায় আক্রোশে জ্বলতে জ্বলতে
তার রাঙা শাড়ির আঁচলে আগুন না ধরায়
না, না
আমি তাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারি না।

যদি পারো

চতুর্দিকে পুঁজ-রক্ত পূতিগন্ধ
আকাশ-আড়াল-করা শকুনের ভয়
কেউ যদি পারো তবে ধ'রে রাখো
করতলে কিছুক্ষণ পবিত্র সময়।

চতুর্দিকে অন্ধকার কৃষ্ণছায়া
ছাখো ছাখো, শূন্য আজ আলোকের তূণ
যদি কেউ পারো তবে জ্বেলে দাও
এই দেশে স্নিগ্ধজ্যোতি প্রাণের আগুন।

চতুর্দিকে বিষবাষ্প দগ্ধমন
হা-অন্ন হা-অন্ন কান্না, মৃত্যুর ভ্রূকুটি
কেউ যদি পারো তবে তুলে ধরো
স্পর্ধায় ভাস্বর মুখ, শপথের মুঠি।

চতুর্দিকে ভয়ঙ্কর এক শব্দ
পতন—পতন রব, আর্ত হাহাকার
যদি পারো কেউ তবে চূর্ণ করো
ধ্বংসের সোপানগুলি, রুদ্ধ কারাগার।

নিরাময়ের জন্য

লেনিন, কখনো তুমি নাড়ি-টেপা ডাক্তার ছিলে না
তবু মানুষের শান্তি-সুখ, স্বাস্থ্য ও সম্পদ
আধি ও ব্যাধির ঝড় ক্রমান্বয়ে রুখে
উচ্ছল ঝরনার মতো হেসে উঠবে
মানবিক শ্রমে ভরবে গোলাভরা ধান
এ-মতো বিশ্বাস বুকে নিয়ে
চোখে মেখে স্বপ্নের অঞ্জন
আমাদের হাতে হাতে গুঁজে দিলে আশ্চর্য নিদান।

অথচ কী বিড়ম্বনা ছাখো :
আমাদের বুকে আজ শোভা পাচ্ছে স্টেথিস্‌কোপ
হাতে ঘুরছে বীক্ষণ যন্ত্রের চাকা
রোগের বীজাণু সব খুঁজতে খুঁজতে
খুলতে খুলতে জটিল রোগের জট
কখন যে বিষরক্ত বুকে টেনে
রক্তক্ষরণের রোগে সকলেই রোগগ্রস্ত
কেউ তা জানি না।

কমরেড লেনিন, তুমি এসে দেখে যাও
হাসপাতালের বেড আলো ক'রে
আমরা সবাই আজ শুয়ে আছি বাম ও দক্ষিণে।

তোমরা ব'লে দাও

তোমরা ব'লে দাও
যন্ত্রণার তীরে ব'সে
আমি আর কতকাল এই অন্ধকারকে পাহারা দেব।

তোমরা ব'লে দাও
বুকের ওপর চাপানো ঘৃণার পাথরগুলি সরিয়ে
আমি কবে দেখব ভালোবাসার থৈ থৈ সমুদ্র।

তোমরা ব'লে দাও
সারা দেশটাকে দাঁতে ক'রে
যে-মত্ত বাঘিনী দিক-দিগন্ত ছুটে বেড়ায়
আমি কবে তার পিঠে সওয়ার হব।

তোমরা ব'লে দাও
ঘৃণা আর পাপের ভস্মগুলো সরিয়ে ফেলে
আমি কবে দেখতে পাব
লাল আলোর মুকুট মাথায়
আমার বাঙলার শিশির-ধোয়া প্রসন্ন মুখ।

সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে

আমার স্বপ্নের শিশুগুলো
মাথা উঁচু ক'রে হাঁটবে ব'লে
ভ্যাখো,
এখন বাঙলাদেশের ধুলো-কাদায়
কেমন ক'রে শুয়ে আছে!

ওদের ভোর না হতেই জাগিয়ে দাও
হাওয়ার আদরে ওরা চোখ মেলুক
শিশিরের জলে ধুয়ে আসুক মুখ।

তারপর ভালোবাসার চাদরে
ধুলো-কাদা মুছে দিলেই
ঘাড়কুঁজো বাঙলাদেশ
দেখতে পাবে,
একদল স্বপ্নের শিশু
এখনো মাথা উঁচু ক'রে
সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কেমনভাবে ছুটে যায়।

সম্রাটের মহিমায়

রাত্রি তার গায়ের উপর থেকে
ময়লা চাদরটা সরিয়ে নিলে
আলোর ঝরনায়
পৃথিবী যখন স্নান করতে থাকে
সেই আশ্চর্য উন্মোচিত মুহূর্তের দর্পণে
আমি স্পষ্ট দেখতে পাই :
যন্ত্রণা তার ঝাঁকড়া চুল ঝাঁকিয়ে
ভালোবাসার সংসারগুলো
পায়ে দলতে দলতে
পাগলের মতো ছুটে যায়।

তারপর
যতক্ষণ দিনের চিতা নিবে না যায়
পৃথিবীর মুখ না-ঢাকে অন্ধকার
ততক্ষণ
যুঁই ফুলের মতো শুভ্র ভালোবাসা
বালুচর শাড়ির আঁচলে জড়ানো প্রেম
ফল্গুর মতো প্রবাহিত স্নেহ
যন্ত্রণার নোংরা হাতে অসহায় শিশুর মতো
নিয়ত ধূলো-কাদায় লুটায়।

সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত
আমি স্পষ্ট দেখতে পাই
দিনের সিংহাসনে
এক নিষ্ঠুর যন্ত্রণা তার ঝাঁকড়া চুল মাথায়
চিরকাল সম্রাটের মহিমায় অধিষ্ঠিত।

ইচ্ছার স্রোতে

ইচ্ছার আকাশে দেখি অনেক নক্ষত্র পথ হাঁটে
অন্ধকারে প্রেমকে নাচায়
কামনার নদী টলে মধুময় সংসারের ঘাটে
জাদুকণ্ঠ পাখি গান গায়।

•

তবে এ-নিরন্ন হাওয়া কেন ছোটে, কেন দীর্ঘশ্বাস
ক্লান্তি-মৃত্যু— শুকনো ফুল বারো মাস
ঘরে ঘরে ধ্বংসের প্রতিমা গড়ে,
মেঘের জটায় ঢাকে আলোর আকাশ!

অন্তহীন এ-জিজ্ঞাসা যেন এক রক্তমাখা বাঘ
অন্ধরাগে অরণ্য কাঁপায়
আমার ইচ্ছার স্রোতে তবু যে উজ্জ্বল এক ঝাঁক
রুপালী রঙীন মাছ ঘুরে ঘুরে মরে যন্ত্রণায়।

কিছু ফলবান বৃক্ষের জন্য

কিছু ফলবান বৃক্ষ চাই :
কেননা ঊর্ধ্বমুখী উদ্ধত শাখায়
পত্র-পল্লবের ছায়া নেই,
শান্তি-সুখ-শীতলতা কিছু নেই,
ঘুঘুর দুপুর শুধু শুয়ে আছে
ধূ ধূ মাঠ রৌদ্রের শয্যায়।

অথচ কে না জানে
ফলবান বৃক্ষের শাখা নত হয়
মাটির গভীরে যত শিকড় চালায়
ততই সে রস টানে,
সোহাগী নারীর মতো পুষ্ট হয়
পথিকজনের ক্লান্তি দূর করে
শাখায়-পল্লবে ঘেরা ঘনিষ্ঠ ছায়ায়।

এইসব প্রিয় কথা বোধের গভীরে জমা আছে
জানা গেছে, এখনো অনেক পথ হাঁটতে হবে
অনেক নির্জন মাঠ, কাঁটা-গুল্ম পায়ে দ'লে
অতিক্রম করতে হবে চড়াই-উৎরাই।
আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে আজ তাই
এসো এই চষা বালি শূন্য মাঠে
সার-জলে সিক্ত করা মাটির মমতা-মাখা
কিছু কিছু ফলবান বৃক্ষকে বসাই।

সবচেয়ে

বাগানের ফুলগুলি অমন আক্রোশে আর ছিঁড়ো নাকো তুমি
বরং সম্ভব হ'লে নতুন ফুলের চারা বসাও বাগানে
কারণ আমরা চাই জীবনের খররৌদ্র এই মরুভূমি
দ্রুত পায়ে পার হতে, চ'লে যেতে অন্য কোনো শোভিত উদ্যানে

•

গানের সুরেলা কণ্ঠ নখে টিপে হত্যা করা, সেও ভালো নয়
বরং সম্ভব হ'লে পৃথিবীর পাখিদের শোভাযাত্রাসহ
চলো যাই ঘুরে আসি আশ্বিনের শস্যক্ষেত, কিংবা বিশ্বময়
আমরাই হই যেন মুগ্ধপ্রাণ সঙ্গীতের প্রিয় বার্তাবহ।

শিল্পীর রঙ-তুলি আগুনে-কামানে তুমি দগ্ধ করো নাকো
বরং সম্ভব হ'লে নতুন ইজেল কিনে দিও উপহার
তাহলে হয়তো দেখো আঁকা হবে রামধনু মিতালীর সাঁকো
এবং তাতেই চ'ড়ে অক্ষপথে গ্রহপুঞ্জ হবে পারাপার।

পারো যদি মনে রেখো : কিছু ফুল, কিছু গান আর কিছু ছবি
কামানের চেয়ে দামী, এবং ক্রোধ ও লোভ শূন্যগর্ভ সবি।

দুর্ভাবনার সিঁড়িতে

আমি অন্ধকার পার হবো
তুমি দুর্ভাবনার সিঁড়িতে
প্রদীপ জেলে রেখো, হে ঈশ্বর··· ··

প্রতিদিন সন্ধ্যায়
ক্লান্ত কলকাতার ঘরমুখো মানুষ
এই প্রার্থনায় ফুটপাথে হুমড়ি খায়।
তারপর ব্যস্ত দ্রুত পায়
আকাশের শাড়ি-বদল দেখতে দেখতে
ট্রামে, বাসে, ট্রেনের চাকায়
জীবনকে বাজি ধ'রে
যেন এক নিরুদ্দেশ যাত্রায় ছুটে যায়।

আর, হাঁ-মুখ সেই মস্ত অন্ধকার
ক্লান্তি-অবসাদ, আর
ক্ষুধার্ত সংসারকে পিঠে নিয়ে
শিঙ্ বাঁকানো মোষের মতো
রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে
ট্রাম, বাস, ট্রেনের চেয়েও দ্রুত, দ্রুততর
দুর্ভাবনার সিঁড়িতে কখন যে পৌঁছায়
কেউ জানে না!

ঘরমুখো মানুষ ঘরে ফেরে
ভাখে,
অন্ধকারের আলপনায় ছয়লাপ সংসার।
দুর্ভাবনার সিঁড়িতে
নির্ভাবনার আলো হাতে
তখন কোনো ঈশ্বর-ই বসে নেই!

তোমার নাম মনে পড়লে

তোমার নাম মনে পড়লেই
আমার চোখের সামনে
দুলতে থাকে
        স্বপ্নের পৃথিবী।

•

তোমার নাম মনে পড়লেই
        আমি শুনতে পাই
শৃঙ্খলমুক্ত ভালোবাসার গান।

তোমার নাম মনে পড়লেই
        আমি স্পষ্ট দেখতে পাই
রাত্রির আকাশজোড়া সূর্যের বল্লম
ক্রমশই ছিঁড়ে আনছে অনিবার্য দিন।

কমরেড লেনিন,
আমি কবি, এই বাঙলাদেশে ব'সে
তাই আত্মজিজ্ঞাসায় ভাবি:
এ-প্রজন্ম কবে শুধবে তোমার সেই ঋণ
কবে আমাদের রক্তে বাজবে
ধ্বনি-প্রতিধ্বনি: লেনিন···লেনিন!

আমরা কেঁদে উঠলাম

[কমরেড স্তালিনের অন্ত্যেষ্টি-দিবস উপলক্ষে]

বসন্তের হাসিকে ম্লান মূর্ছনায় গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে
আমরা একসঙ্গে ডুকরে কেঁদে উঠলাম।

এই লোহার বাসরে যম-যন্ত্রণায়
আমাদের ঘুম-কাড়া রাতে অনশনের তীব্র জ্বালায়
কখনো-বা রক্ত-ওঠা মুখে হাতের মুঠোয় জীবনকে তুলে ধ'রে
আমরা তো হেসেছি এতকাল
আজ তবু আমরা ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠলাম।

না, অত্যাচারে আমরা কাঁদি না
না, নির্যাতনে আমাদের দীর্ঘশ্বাস পড়ে না
শুধু ঘৃণার আগুন ঝিলিক খেলে চোখের পাতায়
তবু আজ আমরা ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠলাম।

আমাদের রিক্ত জীবনের ব্যথা অশ্রু হয়ে গ'লে পড়ছে
প্রশ্ন করো না, বাধা দিও না কোনো :
হে পৃথিবী,
তোমার ধ্যানমগ্ন হৃদয়ের প্রশান্তি ছিল যাঁর মুখে
কোথায় লুকালে তাঁকে ?
চোখের তারায় ছিল যাঁর সৃষ্টির উল্লাস
তোমাকে উপহার দিল যে ফসলের গান
হে পৃথিবী,
তোমার মহত্তম সে-সন্তানকে কোথায় লুকালে তুমি ?
যাঁর সমুদ্র-বিশাল বুকে আমাদের প্রাত্যহিক অবগাহন
এক টুকরো হাসিতে যাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা
মুষ্টিবদ্ধ হাতে যাঁর প্রগতির সূত্র বাঁধা

হে পৃথিবী,

তোমার সেই সুন্দরতম শিল্পীকে কোথায় লুকালে আজ ?

হে মানুষ, তুমি স্বর্গের কামনা করেছ
আমি সেই স্বর্গের সুরভি দিলাম :
তোমার সোভিয়েত
হে মানুষ, তুমি প্রিয়তমার কোলে
. সোনার শিশু-সূর্য দেখতে চেয়েছ
আমি সেই শিশু-সূর্যের সন্ধান দিলাম :
তোমার দেশের শ্রমজীবী জনতা
হে মানুষ, তুমি মহৎ জীবনের প্রতীক খুঁজেছ
আমি তোমার হাতে তুলে দিলাম সেই প্রতীক :
কমরেড স্তালিন !

আমরা সেই প্রতীককে আর প্রত্যক্ষ পাবো না ব'লে
হৃদয়-নিঙড়ানো ব্যথায়
আমাদের সভ্যতার প্রচ্ছদপটে শেষবারের মতো
শ্রদ্ধায় তাঁকে আঁকতে যেয়ে
এই লোহাব বাসরে, সবাই ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠলাম। *

মহাচীন

এখন তোমার চোখ কান্নার শ্রাবণ নয়
আশ্বিনের হাসি।
এখন তোমার মন ব্যথার সমুদ্র নয়
সুর-সাধা বাঁশী।
এখন তোমার মাঠ তৃষ্ণার চাতক নয়
ফসলের খনি।
এখন তোমার দেশ ঘৃণার নবক নয়
এশিয়ার মণি।

অথচ আমবা জানি, এই দেশ রুগ্ন-ঠোঁট জীবনের
ক্লেশ স'য়ে স'য়ে, এই তো সেদিন
দুর্দিনে দিয়েছে পাড়ি , মহামারী আকালে-বন্যায়
সন্ধ্যার ডাহুক-ডাকা থম্‌থমে ডাকিনী-শঙ্কায়
জীবনের মন্ত্রপাঠ ভুলে গিয়ে শাপগ্রস্ত শ্মশান-হৃদয়
সূর্য যেন নিবু নিবু, এই দেশে
এই তো সেদিন ছিল অন্ধকার নিরেট সময়।

কোন পাখি এলো সেই দেশে বলো,
কোন পাখি দিলো গান
কোন কবি এসে ভীরু-জড়তাকে
দুই হাতে দিলো টান।
কোন সাথী এনে বিদ্যুৎ-জ্বালা
মেঘ-ভাঙা কড়া রোদ
পিঙ্গল-জটা কোটি মরা প্রাণে
লিখে দিলো ঋণ শোধ!

তাকেই স্মরণ ক'রে হে মহাজীবন, এসো আজ পথে নামি
এসো আজ, দগ্ধমরু জীবনের তেপান্তরে
তাল-তালি-তমালের স্নিগ্ধশ্যাম ছায়া আনি
করতালি শিশুর জগৎ গড়ি, হামাগুড়ি সোনার সংসার।
হে মহাজীবন এসো, রঙে রঙে একাকার
রামধনু আকাশের আহত পাণ্ডুর গালে এবার চুম্বন দিয়ে
এ-মন কেমন-করা সুখের বাসর বাঁধি
ঋতুমতী রজনীগন্ধার।

তবে তাই হোক, আর দেরী নয় : শোনো ক্রীতদাস মন
তবে তাই হোক, পিছু হটা নয় : যখন বেধেছে রণ
তবে তাই হোক, গুহাবাস নয় : এবার মরণ পণ
তবে তাই হোক, হে মহাজীবন : তোমাকে আলিঙ্গন!

সৃষ্টির দামামায় ঘা মেরে এই তো আমরা বেরিয়ে এলাম
সাথী, আশ্বাস দাও।
আমাদের ভীরু-জড়তাকে সংগ্রামের আগুনে এই তো পুড়িয়ে দিলাম
সাথী, সাহস দাও।
আমাদের কেউটে-ছোবল ফণীমনসার জঙ্গল থেকে
সাথী, ড্রাগন তাড়ানো বিশ্বাস দাও।

সাথী, গান দাও, প্রাণ দাও, আমাদের ভালোবাসা শেখাও।*

ভিয়েতনাম

হাওয়া কোন দিকে বয়
　　　　পূবে না পশ্চিমে
জানিনে তা।
মানুষ কোন পথে হাঁটে
　　　　ডাইনে না বামে
জানিনে তা।

আমার সব বেদনাব
　　　　সব পথে হাঁটে
বুকের গভীবে
　　　　ভীরুতাকে কাটে
আর, রক্তের ডালে
　　　　দোল খায় দেখি
একটি নাম : ভিয়েতনাম।

নভেম্বরের কবিতা

টুপটাপ শিশির-ঝরা নভেম্বরের এই শীত শীত রাতে
তোমাদের তাপমান যন্ত্রে যখন পারদ নামার সঙ্কেত
রক্তের পানপাত্রে যখন তোমরা উত্তপ্ত
তোমাদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে স্বপ্ন-বিভোর
অথবা, আদিকাব্যের প্রচ্ছদপটে আকণ্ঠ নিমগ্ন
কিংবা, কোনো মুখরা নর্তকীর নূপুর-নিক্বণে হাপুস নয়ন
ঠিক সেই সময়, কন্‌কনে উত্তুরে হাওয়ায় নভেম্বরের রাতে
এই হতভাগ্য মারী-মন্বন্তরে বিপর্যস্ত আস্তাকুঁড়ের জীবগুলো
যদি তোমাদের সাধের সাম্রাজ্যে আগুন জ্বেলে
উলঙ্গ দেহগুলোকে একটু গরম ক'রে নিতে চায়
তবে, তবে কি খুব অন্যায় হবে
হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্বর্ণমালিক, 'জন-গণ-মন' ভগবান ?
আহা, ছিঃ ছিঃ, কে তোমাদের বলে দুশমন—শয়তান!

কত কষ্টে, কত অতলান্ত সমুদ্রের সুড়ঙ্গ পরিক্রমায়
আমাদের বিশীর্ণ কঙ্কাল-করোটির উপর
আমাদের মা-বোনের ইজ্জত চুরি ক'রে
তোমাদের নরকগুলজার পাপ-ব্যবসার অবাধ বিস্তার।
আহা, কত কষ্টে, কত মিরজাফরীর বিনিময়ে
তোমরা পেয়েছ আমার সম্বৎসরের সুধার সঞ্চয়
পলাশপুর সোনাডাঙ্গার মাঠে থোকা থোকা পাকা ধানের বুকে
ঠিক আমার হৃৎপিণ্ডের উপর ছুরি চালাবার অধিকার।
আজ যদি এই নভেম্বরের রাতে, তোমার ঘুম ঘুম অবসরে
আমার মাঠের সম্রাট ক্ষুধার্ত একপাল নর-কঙ্কাল
তোমার প্রাসাদে হানা দেয়, তোমার ঘুম কেড়ে নেয়
অথবা তোমাকে বিদ্ধ করে ঘৃণার চাবুকে

তবে অবাক হয়ো না,
কারণ, তোমাদের বিরুদ্ধে জারী এবার নভেম্বরের পরোয়ানা।

হে বিশ্বগ্রাসী ধূর্ত প্রবঞ্চক মহানায়কের দল, মনে রেখো :
আমরা শুনেছি সাইবেরিয়ার তুষার-গলা নভেম্বরের কাহিনী
শুনেছি ফিস্‌ফিস্‌ বাতাসের নিঃশ্বাসে
কাৎখানা-মাঠে গণবাহিনীর পদসঞ্চারী ছন্দমুখর কুচকাওয়াজ
আসমুদ্ররুদ্র দৃপ্ত যৌবনের জীবন্ত ইতিহাস।
আজ আমাদেরও নিপীড়িত হৃদয়ের সামুদ্রিক তটে
মনে রেখো, সেই নভেম্বরের আকুপাকু তোলপাড় তুফান
ক্রমান্বয়ে অগ্রসর, এখানেও ঘনীভূত নভেম্বরের ভয়ঙ্কর অভিযান।

হে দয়াল প্রভু, ডলারের দেবতা আজ শুধু জেনে যাও :
আমার রক্তজবার মতো কিশোর-কুমার
বন্দী আনোয়ারের প্রাণ কাড়ার খঁবর যখন রটবে
যখন শুনবে, শহীদ শিবেন রায়
পৃথিবীর রৌদ্র-তাপে, ফলে-জলে গড়ে ওঠা পূর্ণাঙ্গ মানুষ
শুধু এক ফোঁটা জল চেয়ে অসহ্য যন্ত্রণায়
তোমার রুদ্ধ সেলের দরজায় মাথা খুঁড়ে মরেছে
তখন, তখন কি জাগবে না বিশ্বের বহ্নিমান ভাবীকাল ?
এখানে, এই আমার দেশে দিগন্তবিস্তৃত শস্যের মাঠ
ক্রোধের পতাকা হাতে তখন কি থরথর ক'রে কাঁপবে না ?
বস্তি-ব্যারাক ছেড়ে ছুটে আসবে না কি বিদ্রোহের রক্তাক্ত ঝড় ?

মনে রেখো : তারা আসছে
তারা আসবে, এবার না হোক আগামীবারের নভেম্বর !*

যে-দিনের জন্যে

তোমাকে পাবো ব'লে ঘুরেছি পথে পথে
উপোসী কত রাত কেটেছে ঝোপে-ঝাড়ে
তোমাকে পাবো ব'লে হায়রে হাহাকারে
দিয়েছি কৈশোর তোমারি রাঙা রথে।

তোমাকে পাবো ব'লে মেঘনা-মধুমতী
করেছি পারাপার, দিয়েছি ধ্বজা তুলে
তোমাকে পাবো ব'লে ভাইরে সব ভুলে
দিয়েছি যৌবন তাথৈ বেগবতী।

তুমি তো এলে নাকো : শ্রান্ত দেহ-মন
তোমাকে খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত দুই চোখ
করুণ কান্নায় ঝরেছে কত শোক
এখানে এই দেশে মরেছে প্রিয়জন।

তুমি তো এলে নাকো : দিলে না সেই গান
বেকার-ভীরু-ঠোঁটে একটু যুঁই-হাসি
একটা ছোট নীড় শান্তি ঠাসাঠাসি
আমরা সারি বাঁধি ডাকছে ময়দান।

তোমাকে পাবো ব'লে তবুতো বিভাবরী
কাটাই নির্ভয়, এখনো রাত দিন
তোমাকে পাবো ব'লে শুধছি দেশঋণ
দিয়েছি সব তুলে পতাকা হাতে করি।

তোমাকে পাবো ব'লে তাই তো ধিকি ধিকি
এখনো জ্ব'লে জ্ব'লে আকাশে নাম লিখি।*

এখানে কারাগারে

এখানেও গান আছে :
গরাদে আঙুল রেখে সাথীরা বাজায়
খেয়ালী প্রলাপ নয়, প্রাণের সেতার !
এখানেও হাসি আছে :
অদৃশ্য তুলির টানে দেয়ালে উৎকীর্ণ হয়
যে-মানুষ জাগছে মাঠে, তারই মুখ
হাসিমাখা প্রতিবিম্ব, শিল্পের সম্ভাব !

আমরাও গান হই, তখনি তো হেসে উঠি
ইট-কাঠ-ইস্পাতের কারাগার ভুলে যেয়ে
বাধার সীমানা ভেঙ্গে হৃদয়কে মেলে ধরি
অক্টোবরে : মাও সে-তুঙের নামে
মুক্তিকামী এশিয়ার জনতা শিবিরে
নভেম্বরে : সোভিয়েত-এ
বিপ্লবের বিজয়-উৎসবে
একুশে ফেব্রুয়ারি : ঢাকাতেও
শহীদ আত্মার ডাকে

তারপর, পৃথিবীকে কাছে টেনে
মনে মনে বৃত্ত এঁকে অদৃশ্য রেখার
আমরা সবাই মিলে গান গেয়ে হেসে উঠি
গরাদে আঙুল রেখে টুং টাং সুর সাধি
একটি মহৎ স্বপ্নে বেঁধে রাখি প্রাণের সেতার ।*

এসো শান্তির কপোত

কে এলে, কে এলে আজ সাম্রাজ্য-স্বার্থের এই
শ্মশান-চিতার দেশে,
অনাহারী বিলাপের একটানা যন্ত্রণার
হাহাকার ভরা এই এ-দেশে আমার, কে এলে ?
কে এলে এখানে আজ শান্তির মশাল জ্বেলে
মুঠো মুঠো গান নিয়ে, আশ্বিনের আলো নিয়ে
নিয়ে প্রাণ প্রেমের পসরা
সসাগরা পৃথিবীর সোনালী শস্যের মাঠে কে এলে এখন ?
কবরের বুক খুঁড়ে কঙ্কাল-করোটি তুলে
কে এলে আমার দেশে
শান্তির মঙ্গলমন্ত্র পাঠ ক'রে
হাতে হাতে গুঁজে দিয়ে নতুন জীবন
কে তুমি এখানে এলে জ্বল্ জ্বল্ ঊর্ধ্বশিখা প্রেমের মতন ?

সত্যিই তুমি কি এলে ?
দোলনায় দোল-খাওয়া আমার শিশুর ঠোঁটে
টুকটুকে হাসি হয়ে, ধুক্‌ধুক্ প্রাণে তার সুধার নির্ঝর হয়ে
সত্যিই তুমি কি এলে ?
তুমি কি সত্যিই এলে লজ্জাকে দু-হাতে ঠেলে
দুঃশাসন-অরি হয়ে রাত্রি শেষে
এখানে বিবস্ত্রা এই দ্রৌপদীর দেশে ?
সত্যিই তুমি কি এলে রূপসা নদীর বাঁকে আকালে নাকাল হওয়া
ঘুঘু-ডাকা এ-গাঁয়ের কিষাণ-কন্যার চোখে
নবান্নের স্বপ্ন হয়ে, ঝাঁপবন্ধ ঘরে ঘরে এখানে এবার ?
তুমি কি সত্যিই এলে বুলেট-বিদীর্ণ বুক কিশোর কুঁড়ির দেশে
ফুলের সুরভি হয়ে

সুখে-দুখে সমব্যথী সগর-সন্তান হয়ে
সিন্ধু-গঙ্গা-যমুনার ছল্‌ছল্‌ প্রাণের কল্লোল হয়ে
মেহনতী মজুরের মৃত চোখে আশা হয়ে, এ-দেশে আমার ?

তবে এসো, তোমাকে বসাই আজ জারুল-জামের ছায়ে
আমার ঘরের এই
পরিপাটি মাটির মমতা-মাখা নিকানো দাওয়ায়
তবে এসো, তোমাকে বন্দী করি
বন্ধুর সততা দিয়ে শান্তিকামী মনের খাঁচায়।

তুমি তো শান্তির দূত :
দিশাহীন হতাশার হাহুতাশ অন্ধকারে
অনন্ত জিজ্ঞাসা তুমি
অশ্রুমতী সাগরের অথৈ পাথারে তুমি
দ্বীপের আকৃতিসম তুমি এক নতুন পৃথিবী।
তোমার উচ্ছল উৎস প্যারিসের মধ্যাহ্ন প্রহর
পাথরে-দেওয়ালে বাঁধা, প্রহরী বেষ্টিত তুমি তবু কী উদ্দাম !
হাওয়ায় হাওয়ায় ওড়া যৌবন-জোয়ারে জাগা
তুমি তো ফেরারী-কবি শান্তিসেনা নেরুদার গান।

তুমি এলে, ছাখো ছাখো, যুদ্ধের ঈগল ছাখো
পাখসাট্, পাখার ঝাপটে ছাখো,
আতঙ্কে কাঁপছে ছাখো
থরো থরো ডলার-ডঙ্কার দেশে ভয়ঙ্কর মৃত্যুর শয্যায়।
তুমি এলে, ছাখো ছাখো ইতালী উজ্জ্বল হলো
আঙুর-ঝরানো ক্ষেত আলুথালু আবেশ বিহ্বল হলো
তরুণ-তরুণী চোখে সভা হলো সোনালী সন্ধ্যায়।
তুমি এলে, ছাখো ছাখো মস্কো মুখর হলো
শ্বাসরুদ্ধ মনের কিনারগুলো বিদ্যুৎ-নিশানা পেলো
মোড়ে মোড়ে মহড়ায় অযুত শান্তির মন
শাণিত কৃপাণ হলো বিক্ষোভ-ব্যথায়।

তুমি এলে, কোরিয়ার তীর বেয়ে রক্তনদী পাড়ি দিয়ে
ইয়েনান-নানকিং-এ সকাল ছড়িয়ে দিয়ে
লবঙ্গলতার দেশ দারুচিনি বনে বনে
সিংহল-মালয়-ব্রহ্মে অগ্নিগর্ভ সূর্যের আভায়,
তুমি এলে অবশেষে সব দেশ পাড়ি দিয়ে
বিচিত্র আমার দেশে জ্বালামুখী হৃদয়ের জ্বলন্ত জ্বালায়।

এসো তুমি, শুচি-শুভ্র শান্তির কপোত তুমি
এসো আজ, তোমাকে বন্দনা করি
হাজার হাজার সই কাজল কালির টিপে
রক্তের তিলক এঁকে
আশার দিগন্তে জাগা প্রতিরোধী প্রতিজ্ঞায় আসন্ন সংগ্রামে
গ্রামে-গঞ্জে ঘরে ঘরে এসো তুমি, এসো আজ
তোমাকে বন্দী করি শিল্পীবন্ধু প্রাণবন্ত পিকাসো-র নামে।*

কোনো স্বপ্নের মুহূর্তে

তাকে দেখলাম : স্বপ্ন দেখলাম তাকে, কাল রাতে
অন্ধকার ছিল কি ছিল না, মনে নেই
চাঁদের আলো, তাও ভুলে গেছি
আলো আর আঁধারের উর্ধ্বে, তবু তাকে দেখলাম।

কে যেন শিয়রে এসে দাঁড়ালো,
কে যেন ভালোবাসার গন্ধে সুন্দর হলো
রজনীগন্ধার মতো।
আমি অনুভব করলাম তার বুকের উত্তাপ
বরফ-হৃদয় গ'লে গেলো
স্পর্শ করলাম তার ঠোঁটের মাধুর্য
আমি প্রাণ পেলাম
বন্দী-দেয়াল আনন্দে হেসে উঠলো।

তারপর বিস্মৃতির গাঢ় অন্ধকার :
যখন ঘুম ভাঙলো
গবাদের গায়ে তখন ঝিলমিল সূর্যের ঝরনা।

হে দেশ, আমার আন্দোলিত রাত্রির তীরে
কাল যাকে পাঠালে
সে-কি তোমার সংগঠিত প্রভাত ?*

ভোর হলো

কত যে ঘুমের মন ছুঁয়ে ছুঁয়ে সহস্র স্বপ্নের দিন
আমাদের ডেকে যায়
শোনোনি কি ভাষা তার ঘাসের ডগায় কাঁপা শিশির কণায়
কী যে বলে, কী যে বলে !
বলে তারা : দোর খোলো, দোর খোলো
পৃথিবীকে ভালোবাসো ভোরের হাওয়ায় ।

মৃত রাত কোলে ক'রে কি হবে শোকের গাথা শুনে
কি হবে বন্ধ ঘরে অন্ধকার মন্থর সময় গুনে গুনে ?
তার চেয়ে উঠে এসো :
খোলো খোলো মনীষার আঁখি
পৃথিবীকে গান দাও, আশার মঞ্জরী দাও
ওই ছাখো,
দিনের বন্দনা রচি উড়ে গেল কলকণ্ঠ শুভ্র দুই পাখি ।

পাখি নয়, পাখি নয়
রৌদ্রমতী নগরীর নরম পালক ঢাকা প্রেমের হৃদয়
ওরা তো আমার ছায়া, ধানীগন্ধ-মাঠেরও মনন
বিচিত্র পাখার তালে ওরা রাখে গতির স্বনন ।
আজ সেই প্রেম জ্বালো, শিশু-রৌদ্রে পৃথিবী ভরাও
করুণ কান্নার হানা রোখো রোখো
গতির আবেগ এনে অশান্তির কালো মেঘ দু'হাতে সরাও ।

ভোর হলো, ভোর হলো : হে মানুষ, ওঠো ওঠো
সমুদ্র-শঙ্খের বুকে তোমার স্বপ্নের দিন দীর্ঘ বাহু মেলে দিল
সূর্যমুখী হৃদয়ের চেতনা-বিস্তার !

আহা, এত রূপ পৃথিবীর, এত বর্ণ
রামধনু আকাশের মুখ
আজ তাকে শ্রমের সুরভি দাও, ভালোবাসো, গান দাও
সপ্তঅশ্ব রৌদ্ররথে মুক্ত করো দিগন্ত-দুয়ার।*

শর-সন্ধান

সূর্যের শরে রাত্রিকে আমি বিদ্ধ করি
আমি রাত্রির বৃন্ত থেকে ফুটন্ত সকাল ছিঁড়ে আনি
আমি ধান বুনি, আমি গান গাই
আমি গ্রাম-বাঙলার মাঠে মাঠে সচঞ্চল দৃষ্টি মেলে
ধূসর দিনকে ঠেলে·
ব্যাকুল প্রতীক্ষা নিয়ে ফসল প্রত্যাশা করি।
তবু বিবর্ণ পাতার মতো সব আশা ঝরে যায়
রক্তাক্ত মাটির বুকে মাথা গুঁজে প'ড়ে থাকে
স্বপ্ন-সাধ কামনা আমার!
কেন? কেন?
একটা কান্নার ঢেউ আমাকে পাগল ক'রে তোলে।

তোমরা হেসো না,
মিথ্যাব আবরণে আমার কান্নাকে আর বিদ্রূপ ক'রো না·

তোমরা, যারা এখনও ঘুমের ঘোরে অচেতন
যারা এখনও জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলছো
রাত্রিজাগা মাতালের মতো
যারা এখনও শোনো নি ক্ষ্যাপা সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাস
তারা, তারা কী ক'রে বুঝবে বলো
আমার ফসল-কন্যার দুরন্ত যৌবনকে কারা চুরি করে,
কারা আমার সোনামোড়া মাঠের হাসি কাড়ে,
কারা আমার জীবনকে চৌচির ক'রে
ইজ্জত লোটে সহস্র হাতে: কারা?···কারা তারা?

আজ আমার মুখোমুখি দাঁড়াও
আমার হাত ধরো, তোমার ঘুমঘুম চোখের
কপাট খুলে দেখ, সকাল হয়েছে···
প্রভাতী পাখির কণ্ঠে শোনো যুগান্তরের গান।
এ গান ভালোবাসার গান
পৃথিবীকে জয় করার গান, এ গান ক্যাসিওপিয়ার
এ গান চির উজ্জ্বল নীলাকাশ আলো করা স্বাতী নক্ষত্রের।
উজ্জীবিত এ গান শোনো কার্পাস ক্ষেতে, গমের শীর্ষে
মজুর-মেয়ের দু'চোখ ভরা আশার স্বপ্নে
শপথ-রাঙা পায়ের তালে, পাহাড়পুর জঙ্গল দেশে
ফেরারী ফৌজের গরিলা-শিবিরে
প্রতিটি রক্তকণিকায় শোনো উদ্দাম এ গানের সুর।

গান শোনো : দৃষ্টিকে প্রসারিত করো···
দেখো, হোয়াংহোর প্রাণবন্যা কল্লোলিত হলো
এখানে, এই আমার নদীমাতৃক দেশের শিরা-উপশিরায়
দেখো, নানকিং-এর স্বর্ণসকাল এখানে আবীর ছড়ালো
এখানে হানা দিল চুপি চুপি
টিন-থোরিয়াম-গন্ধক-পোড়া নিষিদ্ধ কাহিনী
মালয়-ব্রহ্ম-ভিয়েতনামের ইতিহাস ··
রক্তঝরা শিশুপল্টন, ভাবী ভারতের বহ্নিবাহিনী।

আমি সূর্যের শরে রাত্রিকে বিদ্ধ করেছি
এসো, আজ প্রভাতকে বন্দনা করি।
এসো, গ্রাম-বাঙলার অজেয় ফেরারী সেনা
এখানে দাঁড়াও,
এসো, বারুদ-ঠাসা প্রাণে আজ আমরা সারি বাঁধি।

প্রভাত এসেছে, ঘুমন্ত ফসল-কন্যা হাসছে
হাওয়ায় উড়ছে তার গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালী চুল
ডাকছে, ডাকছে তোমায় উর্ধ্বশিখা দুরন্ত যৌবন
সাড়া দাও, দখল জমাও, ফসল তোলো, ইজ্জত বাঁচাও

আমি সূর্যের অব্যর্থ শরে রাত্রিকে ঠিক বিদ্ধ করেছি
ছাখো, এখন দেশজোড়া কী দারুণ দ্বিপ্রহর !*

নবজাতকের প্রতি

সোনার খোকন, শিশু-সূর্যের কণা
ওদের দু'চোখে আঁধার তাড়ানো গান
কচি কচি ঠোঁটে পুষ্পের অভিমান
সুবাস ছড়াবে, তারি তো সম্ভাবনা।

আহা কী কোমল তুলতুলে শ্যাম হাত
ওখানে লুকানো বনস্পতির ছায়া
বুকে আর মুখে নীল আকাশের মায়া
ওরাই ভাঙবে স্বার্থের সংঘাত।

পায়রার মতো ছোট ছোট ওই পায়
কত যে আশার শান্তি-নূপুর আজ
ঝুম্ ঝুম্ বাজে, কী আশ্চর্য সাজ
বিবোধ ঘনায় বুড়ো আর টাটকায়।

সোনার খোকন, এনেছ নতুন স্বাদ
আজ তুমি নাও কবির আশীর্বাদ!*

টুকুন কবির ছবি

টুকুন আমার হবেই দেখো
সত্যিকারের কবি
অন্ধকারের ঘাড় মটকে
আঁকবে চাঁদের ছবি।

টাপুর টুপুর শিশির-ঝরা
মাঠের সবুজ ঘাসে
রঙিন স্বপন ছড়িয়ে দিয়ে
কেমন অনায়াসে
শক্ত মুঠোয় ধরতে যেয়ে
টুকরো রোদের কণা
বলবে টুকুন, এই কালো মেঘ
যা সরে আছ যা-না।

টুকুন আমার আঁকবে ছবি
রুখবে কে তার গতি
দিন-রাত্তির ওড়াবে সে
হাজার প্রজাপতি।

বিচিত্র বাঙলা

বাঙলা দেশের সাজ
ধরতে পারা কঠিন ব্যাপার
ভীষণ সে-এক কাজ।

কখন সে-যে শান্ত ছেলে
তার-ছেঁড়া এক ট্রাম
চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে
যতই বাজাও ড্রাম।

আবার কখন ক্রোধে আগুন
ঝড়ের ঝুঁটি চেপে
ছুটছে যেন অশ্বখুরে
যোজন যোজন ব্যেপে।

কখন সে-যে মাঠের হাসি
সোনার বরণ ধান
রুখতে যেয়ে বর্গি তাড়ায়
কাস্তেতে দেয় শান।

আবার কখন প্রেমের পদ্ম
ফুটিয়ে দীঘির জলে
কাজলকালো দু-চোখ মেলে
প্রাণের কথা বলে।

কখন সে-যে রক্তজবা
কখন গন্ধরাজ
ধরতে পারা কঠিন ব্যাপার
বিচিত্র এই সাজ।

মেঘ-সম্ভাষণ

মেঘদূত নয় এবার আষাঢ় মাসে
অলকাপুরীর আলুথালু বেশ মেয়ে
মরামাটি কাঁদে বৃষ্টির জল চেয়ে
হু-হু করা জ্বালা সবুজ গালিচা ঘাসে।

হে মেঘ আমার প্রেয়সীর ব্যথা থাক
আজ তুমি যাও অন্নহীনের দেশে
ঝঞ্ঝার বেগ তোমার সিক্ত কেশে
জলদের কণা ফসলের মাঠ পা'ক।

বিরহী-হৃদয় তোমার সম্ভাষণ
পাবে নাকো আর কৃষ্ণচূড়াব ডালে
মন-মজা-নদী দৈন্যের বেড়াজালে
প্রার্থনা করে ঘন ঘোর ববিষণ।

বিদিশার দিশা বিলীন বিজন লোকে
উত্তর মেঘ পাবে না উজ্জয়িনী
তবু কেন এই কল্পনা-সিঞ্জিনী
হুঁহু তীরে হুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ্ শোকে।

ধূ-ধূ ধুবুলিয়া তাঁবুর তলায় ঢাকা
যে-মেয়ের মনে রক্ত আলিম্পন
সেথায় হে মেঘ, তোমার নিমন্ত্রণ
পূর্বোত্তর পথের চিহ্ন আঁকা।

বিরহের দূত রাণার হয়েছে আজ
তুমি তুলে নাও নতুন কাজের ভার
আষাঢ় খুলেছে পূর্বাচলের দ্বার
দ্রিমি দ্রিমি বাজে জীবনের পাখোয়াজ।*

যদি

যদি এ-স্বপ্নের চোখ অন্ধ হবে, নিবে যাবে পৃথিবীর আলো
দৃষ্টির সীমানা হতে, তবে কেন জন্ম দিলে বলো
এমন আশ্চর্য দেশে : এই নদী, এই মাঠ, এই বন
এই পাখি, এই তারা—এত রূপ এমন বিচিত্র পরিবেশে !

যদি এ-প্রাণের গান স্তব্ধ হবে, সুর হবে অসুরের লীলা
অন্ধকার মনের গহনে, তবে কেন জন্ম দিলে বলো
হে পৃথিবী, তোমার প্রেমের দেশে এত কথা
এত ভাষা, এই কথাকলি নাচের মুদ্রাও অবশেষে !

অভিজ্ঞান

আমাদের স্বপ্নগুলো হীরের কৌটোয় তুলে রাখো
আমাদের ভালোবাসা নকশাকাটা শালে মুড়ে রাখো।
কেননা সমস্ত দিন ঘৃণার কাদায় যায় হেঁটে
কেননা সমস্ত রাত চ'লে যায় রক্ত-পুঁজ ঘেঁটে।

আমাদের প্রীতিগুলো ফুলের বাগানে পুঁতে রাখো
আমাদের দুঃখ-সুখ গাছের কোটরে তুলে রাখো।
কেননা সমস্ত দেশ চষে আজ অন্ধ দুই ষাঁড়
কেননা ভারতবর্ষ মানে আজ কতিপয় ভাঁড়।

মহাকরণের ঘর-বাড়ি-সিঁড়ি

তুমি তো ভালোই জানো
মহাকবণেব সিঁড়িগুলো বড়ই পিচ্ছল
ঐসব সিঁড়ি বেয়ে অতি দ্রুত নামা যায়
অন্ধকার নিঃসীম পাতাল।

তুমি তো ভালোই জানো
মহাকবণেব বাড়িগুলো ভীষণ বেঢপ
যেন এক জুয়াব আসরে ব'সে
কতিপয় বেহেড মাতাল
অন্ধকাব ছেনে ছেনে গেঁথেছে দেয়াল।

তুমি তো ভালোই জানো
মহাকবণেব ঘবগুলো চিবকাল পেচকের বাসা
দিবস যামিনী ভেবে, বাতকেও মনে ক'রে দিন
ওখানে কাটায় তাবা খাসা।

অতএব যা কবাব এইবাব তাই করো,
সব মুক্ত পাখিদের ডাকো,
আনো এক মিছিল বিরাট
দক্ষিণ হাওয়াকে ডেকে খুলে দাও জানালা-কপাট।

হাততালির পর

হাততালি দাও, হাততালি
তাহলে দেখতে পাবে
সময়ের ধুলোবালি
দু-হাতে ছিটিয়ে চোখে-মুখে
ঠিক মনুমেণ্টের মতো
টান টান বুকে
আমাদের পরিচিত নেতা
ডায়াসের অগ্নিকোণ থেকে
রক্তিম রুমালে বাঁধা ঝাঁপি
খুলে ফেলে ওড়াচ্ছে ফানুস

আর মানুষ—
পদতলে পিষ্ট ঘাস ভুলে
প্রিয় কবশব্দে মৃদু দুলে
ততক্ষণে নিশ্চিত বেহুঁশ।

কে যায়, কোথায়

কে যায় কোথায়, বলা শক্ত…

যদিও শরৎমেঘ আকাশগঙ্গায়
এখনও সাঁতার কাটে
পলিমাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে নিম্নবঙ্গে
প্রবল জলের স্রোত বহে যায়
ক্রোধের পতাকা হাতে
মানুষও মিছিলে পথ হাঁটে
তবু সভা সাঙ্গ ক'রে গোধূলি সন্ধ্যায়
কে যায় কোথায়, বলা শক্ত…

অথচ একদিন ছিল বলা যেত
ছ্যাখো ছ্যাখো, কবিতা লেখার জন্যে
সুভাষ মুখুজ্জে ঐ
খুঁজতে যাচ্ছেন মিছিলের মুখ,
একবুক শস্যের মধ্যে
বাম বসু ডুকরে কাঁদছেন—
হাঁটু গেড়ে আগলাচ্ছেন পলাতক ফেরারীর মুখ।
বিধানসভারও বাঁয়ে চোখ রাখলে
দেখা যেত
কারা যেন সিংহের কেশর নেড়ে ফুঁসে উঠছেন
যুগের জটিল গ্রন্থি খুলে ফেলছেন নখের ডগায়…

আজ যখন আমার পায়ের নীচে মাটি কাঁপছে
তখন সঠিক বলা খুব শক্ত, কে যায় কোথায়!

আশৈশব আমৃত্যু শুধু শব্দ

শব্দ বড় জাদু জানে,
মনের নির্জনে
পুষ্পিত লতার মতো বেড়ে ওঠে,
জল পড়ে, পাতা নড়ে
শুনতে শুনতে—
আশৈশব আমৃত্যু শুধু
মোহিনী আড়াল ভাঙে,
যেন এক রবীন্দ্র ঠাকুর
মানব সাগর তীরে
পার হন বৃষ্টির দুপুর।

শব্দ বড় ভয়ঙ্কর রূপ ধরে
মনের বাগানে যেন
আমূল প্রোথিত করে কাঁটাঝোপ,
যুগ যুগ জিওনো মন্ত্র
জপতে জপতে—
বর্ণপরিচয়হীন অন্ধকার টেনে আনে,
কাটামুণ্ডু ছিটকে ওঠে
যেন এক তীক্ষ্ণধার কোপ
আকাশ বিদীর্ণ ক'রে
চরাচর জুড়ে মাখে রক্তবর্ণ ছোপ।

শব্দ বড় ভাবনার ঢেউ তোলে
মনের গহন জলে
মেঘনার মাঝির মতো বৈঠা বায়,

আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে
দুলতে দুলতে—
কোনো নষ্ট প্রেমিকার মতো
আচমকা আঁচল খসায়।
শূন্য নদীর তটে পড়ে থাকে
ছলাৎ ছলাৎ শব্দ : হায়...
নদী নিরবধি সাগরে মিলায়।

শব্দ বড় জাদু জানে
শব্দ বড় ভয়ঙ্কর হয়
শব্দ বড় বেদনা-বিধুর
আশৈশব আমৃত্যু তবু
আমরা শব্দের হাতে খেলা করি
আমরা সবাই যেন
তারই হাতে ঝুমঝুমি
কিংবা তার পায়ের নূপুর।

স্বগতোক্তি

সময়ের ঠোঁটে হাসিগুলো অনেকদিন যেন মরে গেছে
বড় ভয় করে আমার

চোখের ছানিটা কেটে বাদ দিলে এখনো আমি দেখতে পাই
ফুটপাথ জুড়ে শুয়ে আছে চাপ চাপ রক্ত
ছেঁড়া স্যাণ্ডেল, চটি আর নকশাপাড় কাপড়ের টুকরো…
বড় ভয় করে আমার !

অথচ একদিন আমি গান হয়েছিলাম
অথচ একদিন আমি সমুদ্রশঙ্খে ফুঁ দিয়ে
ঝড়ের গর্জনে ফেটে পড়েছিলাম
হায়, একদিন রক্তের স্রোতে ভাসমান ফুলগুলো বুকে চেপে ধ'রে
মত্ত হাহাকারে আমি দিক-দিগন্ত পাড়ি দিয়েছিলাম ।
আজ ছেঁড়া স্যাণ্ডেল, চটি আর কাপড়ের টুকরো দেখলে
বড় ভয় করে আমার !

হে দুঃসাহস, ভয়ের টুটি চেপে ধ'রে
বলো, আবার কবে তুমি আমাকে ঝুঁটি ধ'রে নাচাবে ?

———